আকাশ ভরা মেঘ

নীলিমা আহমেদ

জলছবি
প্রকাশন

আকাশ ভরা মেঘ

নীলিমা আহমেদ

জলছবি প্রকাশন

আকাশ ভরা মেঘ
নীলিমা আহমেদ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
ব্লক-বি, সড়ক নং ৬, শেখেরটেক
আদবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
ওয়াহিদ করিম

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট,কাঁটাবন, ঢাকা
ISBN : 978-984-94525-8-4

মূল্য ২০০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

facebook.com/JalchobiProkashon
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭

Akash Vora Megh, Written by **Nilima Ahmed**
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka.
Published in Ekushye Boimela 2020, Price Taka 200, US $ 5

উৎসর্গ

আমার **'মা'** আসমা আহ্‌মেদকে
প্রখর রৌদ্রের খড়তাপে বটবৃক্ষস্বরূপ যে শীতল ছায়া
দিয়ে গেছে নীরবে...

এবং
এই মুহূর্তে কয়েক হাজার মাইল দূরে থাকা আমার সবচেয়ে কাছের
মানুষটি, যাকে উৎসর্গের ভাগ না দিলে আমার জীবন
ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে! আমার অসংখ্য অবাস্তব ও অসম্ভব
পরিকল্পনার একমাত্র সাক্ষী 'সারাহ', তুই না বললে বইটা
হয়তো শেষ করা হতো না। এতোদূর থেকেও সবসময়
আমার পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ!

ভূমিকা

কয়েক বছর আগের কথা, অবসর সময়ে একদিন আমার মায়ের পুরনো একটা ডাইরিতে লেখা কয়েক পাতা একটা গল্পের অংশবিশেষ আমার চোখে ধরা পরে। আমার মা যখন একজন কলেজপড়ুয়া তরুণী ছিলেন, সে সময়ে তিনি একটি অসমাপ্ত কাহিনী লিখেছিলেন। তার লেখাটি পড়ার পর সেদিনই প্রথম লেখালেখির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম আমি।

আমাদের চারপাশে অসংখ্য মানুষ আছে, যারা প্রতিটা মুহূর্ত জীবনের সাথে যুদ্ধ করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা হয়তো তাদেরকে প্রতিনিয়ত দেখি কিন্তু তাদের হাসিমুখের আড়ালে বসবাস করা ভয়াবহ এক নীরবতাকে কখনো লক্ষ্য করি না। কারণ মানুষ হিসেবে আমরা কেবল নিজেদের কষ্টটাকেই বড় করে দেখতে শিখেছি! আমরা কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে অনেক বেশি পছন্দ করি।

প্রযুক্তিকেন্দ্রিক এই যুগে আমরা এখন অনলাইন ভালোবাসায় অনেক বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, যার মেয়াদ আমাদের ফেইসবুকে প্রোফাইল পিকচারের মতোই স্বল্প সময়ের। এমনকি ছোটবেলার বন্ধুদের সাথে কফি হাউসের সেই আড্ডাটাও এক সময় ফেইসবুক-এর গ্রুপ চ্যাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। সর্বোপরি আমাদের এই যান্ত্রিক জীবনের মাঝে এখনও এমন কিছু মানুষ আছে, যারা এখনও দূর থেকে শর্তহীন অনুভূতিতে বিশ্বাসী। কারণ কিছু কিছু অনুভূতি কখনও আমাদের পুরো জগৎটাকেই তোলপাড় করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

আমার প্রথম বই **'আকাশ ভরা মেঘ'**-এ আমি মূলত মানুষের জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছি, যা চাইলেই আমরা অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে যেতে পারি না। প্রতিনিয়ত আমাদের এই বাস্তবতার সাথে যুদ্ধ করেই জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়।

জীবনযুদ্ধে বাস্তবতার সামনে মানুষের অনেক স্বপ্নই ধীরে-ধীরে মাটিচাপা পরে যায়, যা কখনো কাউকে বলা হয়ে ওঠে না।

আশা করি বইটির সবগুলোর চরিত্রের মধ্যেই পাঠক কিছুটা হলেও নিজেদের জীবনের অপ্রাপ্তি ও না-বলা অনুভুতিগুলোর ছায়া খুঁজে পাবেন।

নীলিমা আহমেদ
জানুয়ারি ০৮, ২০১৯

এক

আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করছে রাত্রির মধ্যে। প্রতি বছর এই দিনটি এলেই রাত্রি তার শৈশবে প্রবেশ করে। সারাদিন শুধু নিজেকে নিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে মাত্র কৈশোরে পা দেয়া অবাধ্য কিশোরী কোন মেয়ের মত।

আজকে সারাটা দিন নিয়ে অনেক পরিকল্পনা আছে রাত্রির কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠেই খুব মেজাজ খারাপ লাগছে তার। কারণ বারবার মনে হচ্ছে আজকে সকালে খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর স্বপ্নটা কিছুতেই মনে পড়ছে না, পুরোপুরি ভুলে গেছে সে। রাত্রির ৩০তম জন্মদিনের শুরুটা সুন্দর একটা স্বপ্নের কথা ভোলার কারণে খুবই বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। কিন্তু আজকের পরিকল্পনা নিয়ে সে এখনও উত্তেজিত আর ব্যস্ত। ঘুম থেকে উঠে কোনমতে হাতমুখ ধুয়েই বের হয়ে যাবে। আজকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন একা-একা ঘুরবে সে। একা একা ঘোরার মধ্যে একটা অন্যরকম মজা আছে। নিজেকে 'রাজা-রাজা' মনে হয় রাত্রির। মনে হয় সে তার সব প্রজা এবং সৈন্যদের না জানিয়ে ছদ্মবেশে বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'রানী-রানী' মনে না হওয়ার কারণ রাত্রির ধারণা, রাজার তুলনায় রানীদের স্বাধীনতার অনেক ঘাটতি থাকে। তাছাড়া এই বয়সে কাউকে সাথে নিয়ে ঘোরার মত মন-মানসিকতা ও আগ্রহ কোনটাই রাত্রির নেই।

প্রতিবছর এই দিনটাতে সে অফিস থেকে ছুটি নেয়। তারপর সারাদিন নিজের মত করে কাটায়। সাথে সাথে কিছু সতর্কতা

অবলম্বন করতে হয়, যেন তার পরিকল্পনায় কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে। যেমন সকাল থেকেই সেলফোন অফ করে রাখা–যেন বন্ধু-বান্ধবরা কেউ খোঁজার চেষ্টা করেও তাকে না পায়।

আজকের দিনটা শনিবার। সকালের স্বপ্নটা ভুলে যাওয়ার কারণে এতক্ষণ যে বিরক্তি লাগছিল, এখন আর সেটা নেই; কারণ দরজাটা খোলার সাথে সাথেই দেখা গেল বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি দেখলেই কেন জানি রাত্রির মন খুব ভালো হয়ে যায়। সুতরাং আপাতত বোঝা যাচ্ছে এ বছর দিনটা খারাপ যাবে না। আপাতত পরিকল্পনা হচ্ছে বাসা থেকে বের হয়েই একটা রিকশা নিতে হবে। বৃষ্টির দিনে রিকশায় ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে অসম্ভব শান্তির একটা ব্যাপার আছে। রিকশায় উঠেই বাকি পরিকল্পনাগুলো ঠিক করে ফেলতে হবে।

মনে হচ্ছিল দিনটা ভালভাবেই শুরু হবে কিন্তু রিকশায় ওঠার কিছুক্ষণ পরই কেমন যেন অস্থির লাগা শুরু হয়ে গেছে রাত্রির। অনেকদিন পর হঠাৎ কেন যেন শুভ্রকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, যার কোন মানেই হয় না। শুভ্রর সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল প্রায় ছয় বছর আগে।

যা হোক, জন্মদিনে এরকম ছোটখাটো অদ্ভুত চিন্তা এলেও দোষের কিছু নেই। কাজেই রাত্রির মনোযোগ এখন সারাদিনের পরিকল্পনায়। প্রথমে রিকশা ঠিক করলো বারিধারা পর্যন্ত। সেখান থেকে বসুন্ধরার ভেতরের দিকে যাওয়া যাবে। বসুন্ধরার আবাসিক এলাকার একদম শেষের দিকে খুব সুন্দর একটা জায়গা আছে। রাত্রির খুব পছন্দের জায়গা সেটা। যদিও বছরে এক -দুবারের বেশি কখনও যাওয়া হয় না।

জায়গাটার দুপাশেই কাশবন। একদিনে নদী আর একটা সাঁকোও আছে। নদীতে আবার নৌকায় ঘোরার ব্যবস্থাও আছে। ছোট ছোট দু-তিনটি নৌকা মাঝিসহ সবসময় থাকে। নদীর পাড়ে খোলা জায়গায় আবার মাঠের মতো আছে। সেখানে দু-একটা চায়ের টং দোকান বসে। জায়গাটা আবাসিক এলাকার অনেক ভেতরে হওয়ায় এখনও দোকানপাট বা ফুচকার দোকান বসানো হয়নি। যা হোক, বৃষ্টির দিনে

এখানে এলে খুশিতে রাত্রির কেমন যেন 'পাগল-পাগল' মনে হয়। তখন মনে হয়, একা থাকাটা আসলে খুব কষ্টের কিছু না। কিন্তু এরকম একটা জায়গায় যদি কখনও শুভ্রর সাথে যাওয়া যেতো তাহলে মনে হয় বাকিটা জীবন সে এখানেই অনায়াসে পার করে দিতে পারতো। নদীর পাড়ে বসে এসব চিন্তা করছিল রাত্রি। হঠাৎ মনে হল, এভাবে বসে সময় নষ্ট না করে শুভ্রকে একটা চিঠি লিখে ফেলা যাক। কলেজে পড়ার সময় থেকে এ কাজ করে আসছে রাত্রি। সত্যি সত্যি কখনও কোন চিঠি না লিখলেও মনে মনে অসংখ্য চিঠি লেখা হয়ে গেছে শুভ্রকে। এই চিঠির সুবিধা হচ্ছে চিঠিতে কোন ভুল হলেও সমস্যা নেই; ঠিক করাটা তেমন কোন ব্যাপার না। নিজের ইচ্ছেমতো মনের কথাগুলো গুছিয়ে লেখা যায়। যেসব কথা কখনও সামনা-সামনি বলা হয়ে ওঠে না বা বলা যায় না, সেসব কথা অনায়াসেই বলা যায়। বাস্তব জীবনে যেসব বাঁধা থাকে, কল্পনায় যেগুলোকে অতিক্রম করা যায় খুব সহজেই ।

চিঠি নং ১৩

শুভ্র,

আজকের এই দিনটাতে প্রতি বছর ঘুম থেকে ওঠার পর তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। আজও তার ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। তোমার কি মনে আছে, আমার সাথে তোমার শেষ দেখাটা কবে হয়েছিল? যা হোক, ঠিক এই মুহূর্তে তোমার হাত ধরে আমার বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে। আমি জানি সেটা কেবল আমার কল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়। আজ এ পর্যন্তই থাক...

রাত্রির ১৩তম চিঠির এখানেই সমাপ্তি ঘটল। বাস্তবের চিঠি না হলেও ইদানিং রাত্রির চিঠিগুলোর দৈর্ঘ্য কমে আসছে। এখন আর আগের মত এত ভাবতেও ভাল লাগে না। ১৩ বছরে মাত্র ১৩টা চিঠি লেখা হয়েছে শুভর কাছে, তাও আবার বাস্তবের চিঠি না! কল্পনার চিঠি হলেও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কখনই বলা হয়ে ওঠে না চিঠিগুলোতে, কারণ মানুষ খুবই আবেগপ্রবণ প্রাণী, আমাদের জীবনে অনেক কিছুই আমাদেরকে মনের বিরুদ্ধে করতে হয়। তবুও মাঝে মাঝে কিছু ছেলেমানুষি আমরা আটকিয়ে রাখতে পারি না। অথবা যে কাজটা অনেক আগেই করে ফেলা উচিত ছিল, সেটা করতেই আমরা সবচেয়ে বেশি দেরী করে ফেলি।

দুই

রাত্রি বাসায় ঢুকতেই ছোটখাটো একটা হৈচৈ পরে গেল। সারাদিনে কোথায় ছিলে? এতবার ফোন করা হয়েছে অথচ সারাদিন ফোন বন্ধ, অফিসে ফোন দিয়ে জানা গেল অফিস থেকেও ছুটি নিয়েছ!

রাত্রির মা রাশিদা বেগম একবার প্রশ্ন করা শুরু করলে থামতেই চান না। রাত্রি তার কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শুধু জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু হয়েছে বাসায়?' তারপর জানা গেল, রাত্রির বড়বোনের মেয়েটা খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে। হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তবে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ততক্ষণে।

রাত্রি ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলো, আমি থাকলে কি আলাদা কিছু হতো?

রাশিদা বেগম যথারীতি বিরক্ত হন রাত্রির কথায়। রাতের খাবার খেয়ে রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রাত্রি। আজকে সারাদিন ভালোই কেটেছে, খালি প্রতিদিন বাসায় ঢোকার পরই দম বন্ধ হয়ে আসে তার...

অতঃপর ফ্রেশ হয়ে ঘুমাতে গেল রাত্রি; যদিও সে খুব ভালোমতই জানে, সারারাত জেগেই কাটাতে হবে তাকে। রাত্রির ইনসমনিয়ার মত রোগ হয়ে গেছে। এখন আর কোনভাবেই রাতে ঘুম আসে না।ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে বাজে অভ্যাস করার ইচ্ছে নেই রাত্রির। ঘুমানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালানোর সময় ঠিক ১২টার দিকে রাত্রির মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। নাম্বারটা অপরিচিত কিন্তু কণ্ঠটা বেশ পরিচিত।